স্বাস্থ্যের ডিজিকে জাফরুল্লাহর চিঠি

অনুমোদন ছাড়াই গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্ল্যাড ট্রান্সফিউশন ও প্ল্যাজমা সেন্টার পরিচালনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যোগাযোগ করার পর এ বিষয়ে সক্রিয় হয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। গতকাল সোমবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু গণমাধ্যমকে চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু জানান, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনাসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আরটিপিসিআর (রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টজ পালিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন) পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালুর অনুমোদনের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, সোমবার দুপুর ১টার দিকে পরিচালক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ফোনে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়, আপনাদের অনুমোদন নেই এবং আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার বন্ধ করবেন। কাজ চালু রাখলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরটিপিসিআর ফর কভিড-১৯ ও ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টারের জন্য আলাদা অনুমতি চেয়ে চিঠি দিতে হবে।

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গত ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে (সংযুক্ত – ১) জিআর কভিড-১৯, আরটিপিসিআর পরীক্ষা ও প্লাজমা সেন্টার কার্যক্রম চালু করার জন্য ই-মেইলে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ৩১ আগস্ট পুনরায় চিঠি দেওয়া হয়।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল (নিবন্ধন কোড: HSM67316), গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনোসটিক সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM32496), গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM05039), লাইসেন্সের আবেদন আপনাদের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) বিবেচনাধীন আছে। পরিচালক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য জনস্বার্থবিরোধী ও অবিবেচনাপ্রসূত। ওনার বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

দুর্বলতা এরই মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে খোলা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উদ্দেশে আরো বলা হয়, আশা করি আপনি অবগত আছেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’কে স্বাধীনতা উত্তরকালে ‘গণস্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ নাম দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৯৭৪ সালে সরাসরি নির্দেশ জারি করে ওই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রায় ৩১ একর জমি হুকুম দখল করিয়ে দিয়েছিলেন।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল, গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার, গণস্বাস্থ্য জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্টের অধীন সম্পূর্ণ অলাভজনক সংগঠন। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক কার্যক্রম ও সফলতার জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ পেয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

গত ২৪ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল হিসেবে দেশ তথা পৃথিবীর বর্তমান কভিড-১৯ জনিত মহামারি অবস্থায় আমরা আমাদের হাসপাতালে দেশের প্রচলিত নিয়মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সহায়তায় স্বল্পমূল্যে কভিড-১৯ এর জন্য আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালু করতে ইচ্ছুক।

আশা করি, আমরা আপনার কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা এবং দ্রুত অনুমোদন পাবো। আপনার সুবিধাজনক সময়ে আমাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনার সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আগের ভাড়ায় ফিরল গণপরিবহন

করোনাকালীন বাড়ানো ৬০ শতাংশ বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করে আগের ভাড়ায় ফিরেছে গণপরিবহন ও দূরপাল্লার বাস।

আজ মঙ্গলবার থেকে করোনা পূর্ববর্তী ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে গত ২৪ শে মার্চ থেকেই বাংলাদেশে গণপরিবহন চলাচল কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুই মাস পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার শর্তে গত ৩১ মে থেকে গণপরিবহন ও ট্রেন চালু করার অনুমতি দেয় সরকার। তখন বাসে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার শর্তে প্রায় ৬০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়।

তিন মাস বর্ধিত ভাড়ায় বাস-গণপরিবহন চলার পর আজ ১ সেপ্টেম্বর থেকে করোনাকালীন পূর্বের বাড়ায় বাস-গণপরিবহন চলাচল করবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহর ও শহরতলী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিদিন পরিচালিত হচ্ছে মোবাইল কোর্ট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে ইতোমধ্যে সকল দোকান ও সরকারি দপ্তরে “মাস্ক নাই তো বাজার নাই, কোন সরকারি সেবা নাই” নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে ।

সোমবার প্রতিদিনের ন্যায় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান কুমারখালী উপজেলা পরিষদ

কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে, বাজারের বিভিন্ন দোকানে এবং সড়কে মাস্ক ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৭টি মামলায় ১৭ জনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় কুমারখালী থানা পুলিশ, পেশকার এবং অফিসের স্টাফ মোবাইল কোর্টকে সহোযোগিতা করেন।

‘দলে সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থাকলে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেন, তারা যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে ব্যক্তির অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগের উপর বর্তায়। দোষ করে ব্যক্তি বিশেষ, গালি খায় দল ও দলের শীর্ষ নেতারা। দলে যদি সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। কারণ ব্যক্তির দোষের কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাতদিন পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না।

সোমবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এতিম শিশুদের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কর্নেল বেগ জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। কর্নেল বেগ, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হয়। জমির বেগ লিখেছিল, তোমার ছেলে ও বউ ভালো আছে। তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মেজর জলিল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। এতেই বোঝা যায়

জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল।

তিনি বলেন, বিএনপি এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে? অথচ তারাই জাতির পিতার হত্যার বিচার চাওয়া যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি দিয়েছিল। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে অপারেশন ক্লিন হাটের নামে ১২৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করলো। পরে কেউ এই হত্যার বিচার চাইতে পারবে না, মর্মে আইন করলো।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সরাসরি তারেক রহমান দাবি করে কামাল বলেন, যদি জড়িত না হয় তাহলে পিন্টুর ভাইকে কেন বিদেশ পাঠানো হলো? সেনাবাহিনীর একজন বলল চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হলো? সে গ্রেনেডগুলো কোথায় গেল? তদন্ত করা হলো না কেন?

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, জাতির পিতা চির অমর হয়ে থাকবেন। তাকে ভোলা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, একটু স্বাধীন ভূখণ্ড প্রদানের জন্য। বিধ্বংস দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিলের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে-এজন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানের পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের উত্তরসূরীরা এখনো সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র কি থেমেছে? আগস্ট মাসেও সেই উল্লাস দেখেছি। তারেক রহমানের কারণেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষক লীগের সভাপতি সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় করার সময়ে সরকারি ধান চাল ক্রয় বিভিন্ন কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে শোককে শক্তিতে রূপান্তিত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। সে সময় বিচারের পথ খুলে দেয়। তখন জাতির পিতার ঘনিষ্ঠজন মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলা আংশিক রায় কার্যকর করে বাকি ৫ জন পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সভাপতি মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হালিম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের নেতা সাবেক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, আবুল হোসেন, নেতা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, এ্যাড. গাজী জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রেজা, হিজবুল বাহার রানা, অধ্যাপক ডা. মজিবুর রহমান মিয়াজী, কৃষ্ণ গোপাল পাল, সামিউল বাসির সামি প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

তিনি বলেন, “দেশে ভ্যাকসিন আমদানি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চায়না কোম্পনি সাইনোভ্যাককে ইতিমধ্যেই দেশে শেষ ধাপের ট্রায়ালে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ভারতের সেরাম কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন আনার বিষয়েও আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে রাশিয়া সরকারের কাছেও ভ্যাকসিন আমদানির ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি। এ ব্যাপারে রাশিয়ার অ্যাম্বেসেডরের সঙ্গে সরকারের ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় যে ভ্যাকসিন আগে আসবে সরকার সেটিকে প্রাধান্য দেবে।”

সোমবার সচিবালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ানের সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে খুব দ্রুত ৮ লাখ কোভিড কিটস ও ২টি টেস্টিং ল্যাব প্রদান করবে।

বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উভয় দেশের বাস্তব অভিজ্ঞারচিত্রসমূহের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৪২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৮৯৭

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অতিসংক্রামক এই রোগে সর্বমোট চার হাজার ২৪৮ জন মারা গেছেন।

রোববার বিকালে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত এক হাজার ৮৯৭ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ১০ হাজার ৮২২ জন হল।

আইইডিসিআরের হিসাবে গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ৪৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাতে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ এক হাজার ৯০৭ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ২৬ অগাস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়।

এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ২৫ অগাস্ট সেই সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৫তম স্থানে। তার মৃতের সংখ্যায় বাংলাদেশ রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

এদিকে বৈশ্বিক করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রোববার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

আর মহামারীতে আক্রান্তের দিক থেকে দিনে দিনে নতুন রেকর্ড গড়ে যাচ্ছে ভারত। বিশ্বে আক্রান্তের গড় স্থিতিশীল থাকলেও কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হয়েছে।

আগে যেখানে করোনা বিস্তারে দক্ষিণ আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রভূমি ধরা হতো, বর্তমানে ভারত সেই অবস্থান দখল করেছে।

রোববার ভারতে ৭৮ হাজার ৭৬১ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য জুলাইয়ে ৭৭ হাজার ২৯৯ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছিল। ভারত সেই সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বে এখন আক্রান্তের সংখ্যা দুই কোটি ৫০ লাখ ৭৪ হাজার ৭৫১ জনে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে আট লাখ ৪০ হাজারের মতো মানুষ এই অতিসংক্রামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারত মহামারী বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গত ৭ আগস্ট থেকে দেশটিতে সংক্রমণ সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়লেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে গত মার্চে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

সূত্র- যুগান্তর

করোনা: মেহেরপুরে নতুন আক্রান্ত ৫ জন, মোট ৫১৪

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (গাংনী ৪, মুজিবনগর ১) । এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫১৪ জন। শনিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২৬ টি রিপোটের মধ্যে ৫ টি পজিটিভ। এর মধ্যে গাংনীতে ৪টি এবং মুজিবনগরে ১টি। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৩৯৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১৪৬ (সদর-৮৭, গাংনী- ৪৩, মুজিবনগর -১৬) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১১ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন 3৩১৮ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৫ জনকে।

ভিন্নভাবে পাওয়া করোনা আক্রান্তরা হলেন- মুজিবনগরের মানিকনগর গ্রামের প্রিয়া খাতুন(১৯), গাংনীর চৌগাছা ভিটাপাড়ার শাহ আলম (৪২). ঈদ্রিস আলী (৫৫) ও বাজারপাড়ার হোসনে আরা (৫৮)।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে অটোমেশন সিস্টেমের উদ্বোধন

জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় হয়রানি, দুর্নীতিমুক্ত ও অর্থসাশ্রয়ী করতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে অটোমেশন সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর হাসপাতাল চত্বরে ফিতা কেটে এ সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়।

এসময় হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন-অর-রশীদ, খুলনা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা: রেজা সেকেন্দার, ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আরএমও ডা: অপুর্ব কুমার সাহা, মেডিকেল অফিসার ডা: লিমন পারভেজসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন-অর-রশীদ জানান, জনগণ যাতে সহজেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায় সে লক্ষ্যেই এই সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সিস্টেমে হাসপাতালে আগত সকল নাগরিকের ই-হেলথ রেকর্ড থাকবে। যার ফলে রোগীর পুর্বের সকল তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে।

রোগীকে কি কারণে কোন ঔষধ প্রদান করা হয়েছিল, কোন মেডিকেলে পরীক্ষা করা হয়েছিল তার সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

ঝিনাইদহের করোনা রোগিদের জন্য হাসপাতালে সংসদ সদস্য’র অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগিদের জন্য ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেছে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

শনিবার দুপুরে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ’র কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার বুঝে দেন ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাস।

এর আগে হাসপাতাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় খুলনা

মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা: রেজা সেকেন্দার, ঝিানইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, গত কয়েকদিন যাবত ঝিনাইদহে অক্সিজেন সিলিন্ডার সংকট ছিল। যে কারণে করোনায় আক্রান্ত রোগিরা ঝুঁকিতে ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে জানালে তিনি হাসপাতালে ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেন।

এতে করোনায় আক্রান্তসহ মুমুর্ষ রোগিরা কিছুটা হলেও ঝুঁকিমুক্ত থাকবেন।

অবশেষে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটকদের প্রবেশে উন্মুক্ত

করোনা ভাইরাসের কারনে বন্ধ থাকার দির্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে অবারো মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে সকলকে স্বাস্থবিধি মেনে বাধ্যমূলক মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করার জন্য একটি বিঙ্গপ্তি দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার থেকে মুজিবনগর মেইন গেটে একটি জরুরী বিঙ্গপ্তি টানিয়ে দিয়ে সকল দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

যেখানে লিখে দেয়া হয়েছে সকলে স্বাস্থবিধি মেনে, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করুন।মাস্ক ব্যাতীত ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না।

ভয়বহ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ মুজিবনগর

কমপ্লেক্সে সাধারন দর্শনার্থীদের প্রবেশ পুরোপুরিভাবে নিশেধাঙ্গা ঘোষনা করা হয়েছিলো।

তারপর থেকে মুজিবনগরের ভিতরে কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ৫ মাস পর আবারো সেটা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দর্শনার্থীরা এখন চাইলেই স্বাস্থবিধি মেনে মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগরে প্রবেশ করতে পারছে। আর সেটা দেখভাল করার জন্য গেটে দায়িত্বে রয়েছে আনসার ব্যাটেলিয়ান সদস্যরা। তারা সকল দর্শনার্থীদের মাস্ক বাবহার করে স্বাস্থবিধি মেনে চলাফেরা করার জন্য অবহিত করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান,স্বাস্থবিধি মেনে দির্ঘ ৫ মাস পর মুজিবনগর সৃতিকমপ্লেক্স দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে মাস্ক ব্যাতিত কোন দর্শনার্থীরা মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না।